বগুড়ার হানাইলের বাহাছ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,

ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক ও

ঝুরুলি নিবাসী মাওলানা নুরুল্লাহ আমিনীর প্রচেষ্টায়-

বশিরহাট ''নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস'' ইহতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(প্রথম মূদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ১০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

বাগুড়ার হানাইলের বাহাছ

জেলা বগুড়ার জয়পুর হাট থানার অন্তর্গত হানাইল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বহু হানাফি মোসলমানের বাস, এতদঞ্চলে মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের লোকও কিছু আছেন। প্রায় বৎসরেক হইতে এ অঞ্চলে বাহাছ হইবার কথা রটিতে থাকে। মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের জনৈক গন্যমান্য লোক হানাফিদিগকে বলিতে থাকেন যে মজহাব মান্য করা অন্যায়, তকলিদ করিতে নাই। যদি তোমাদের সাধ্য থাকে তবে আইস আমরা বাহাছ করিতে প্রস্তুত। এই ব্যাপারটি ক্রমে ক্রমে এত দূরে গড়াইয়া পড়ে যে, হানাফিগণ বাধ্য হইয়া বাহাছ করিতে স্বীকৃত হন। প্রকাশ থাকে এতদঞ্চলে বহু হানাফি আলেম বিশেষ করিয়া জনাব মাওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব এবং জনাব মাওলানা হাজী আহম্মদ আলি এনায়েত পুরী সাহেব আসিয়া বহুবার ওয়াজ নছিহত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কোন দিনই মোহাম্মদী বিদ্বেষ প্রচার বা বাহাছের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই। যাহা হ'ক মোহাম্মদীদের তীব্র বাক্যগুলি হানাফিগণের পক্ষে এত দূর অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তাহারা হানাইল মাদ্রাসার মোদার্রেস সাহেবদের নিকট আসিয়া একবার বাহাছ করাইয়া দেশের শান্তি আনিতে অনুরোধ করেন। উক্ত মাদরাছার মোদার্রেছ ও সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের পরমার্শ লইবার জন্য মাওলানা

হাজী মোঃ রুহুল আমিন সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে উক্ত মাওলানা সাহেব বলেন যে, মোহাম্মদিগণ বহু স্থানে বাহাছ করিতে যাইয়া নিরুত্তর হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহারা তাহাদের বাতিল দাবী সমূহ পরিত্যাগ করে নাই বরং হারিয়া যাইয়াও যাহারা নিছক মিথ্যার জোরে কাগজে কলমে ও মুখে নিজেদের বিজয় কাহিনী ঘোষণা করতে পটু, মিথ্যা কথা বলাই যাহাদের প্রধান সম্বল, তাহাদের সহিত আর বাহাছ করিয়া কি লাভ। হয়তঃ উহারা বাহাছ দিনে এ ওজর সে ওজর করিয়া বাহাছ সভায় হাজির হইবে না, অতএব এই অযথা ঝগড়াকারীদলের সহিত বাহাছ করিয়া কোন কাজ নাই। ইহার পর মোহাম্মদীগণ তাদের জিহ্বাকে এতদূর অসংযত করিয়া তুলিলেন যে, হানাফি পক্ষ পুনরায় উক্ত মাওলানা হাজী মোঃ রুহুল আমিন সাহেব ও মাওলানা হাজী আহম্মদ আলী এনায়েত পুরী সাহেবকে জানান যে, বাহাছ না করিলে হানাফিগণ এতদঞ্চলে মোহাম্মদীদের বিদ্রুপে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারিবে না। তখন অগত্যা উক্ত মাওলানা সাহেবদ্বয় দুইখানা শর্ত্তনামা মোহাম্মদি মৌলবীদের নিকট প্রেরণ করিয়া বাহাছের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন, তাহারা নিম্নোক্ত দুইখানি ছাপান শর্ত্তনামা প্রেরণ করেন যথা,—

(১নং শর্ত্তনামা) "হানাফিদিগের প্রশ্ন ঃ- (১) চারিমজহাব মান্য করা শেরক কি না? বাতীল কি না? বেদ্‌য়াতে জালালা কি না ? (২) চারি মজহাবাবলম্বিগণ বেহেশতি ফেরকাভুক্ত অথবা দোজখী ফেরকাভুক্ত? মোহাম্মদীগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাঠাইলে, আমরা হানাফিগণ তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইব। এই উভয় দলের প্রশ্ন উত্তর লইয়া বাহাছ করা হইবে।" ইহার উত্তর জামাল গঞ্জের মোহাম্মদী মাদ্রাসার মৌঃ আজিজর রহমান সাহেব স্বীয় দস্তখত সহ প্রেরণ করেন যে, ১। (ক) চারি মজহাব মান্য করা সেরক। (খ) মজহাব মান্য করা বাতিল, (গ) মজহাব মান্য করা বেদয়াত জালালা, ২। চারি মজহাব অবলম্বিগণ ছুন্নত জামায়ত ভুক্ত নহে। ৭২ ফেরকাভুক্ত।" উক্ত প্রথম

নম্বর শর্ত্তনামার সহিত ২য় নম্বর আর একখানা শর্ত্তনামা প্রেরণ করা হয় এবং তাহাকে দস্তখত করিয়া দিতে বলা হয়, কিন্তু তাহারা তাহাতে দস্তখত করেন নাই, কেবল মাত্র প্রথম শর্ত্তনামার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপরোক্ত উত্তর প্রদান করেন (দ্বিতীয় শর্ত্তনামা খানি এই প্রবন্ধের শেষাংশে দেখুন)।

ইহার পর উভয় পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপনাদি প্রচারিত হইতে থাকে শেষে সকলের সম্মতিতে ২৭/২৮/২৯শে বৈশাখ বাহাছ দিন এবং স্থান হেচমি হাটখোলা নির্দ্ধারিত হয় এবং এই দিন ধার্য্য সংবাদ উভয় পক্ষ হইতে ঢোল শহর প্রভৃতি দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট এই বাহাছের সংবাদ, দেওয়ায় তিনি শান্তি রক্ষার্থে সশস্ত্র পুলিশ এবং জয়পুরের দারোগা সাহেবের নিকট বাহাছের শান্তি রক্ষক সুবন্দবস্ত হেতু পরওয়ানা প্রেরণ করেন। (ইহার নকল আমরা আনাইয়াছি)। বাহাছের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে মোহাম্মদী দলের জৈনিক মোহাম্মদী শেখ আছিরুদ্দিন নামক (ইনি রুকিন্দিপুর ইউনিরন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লোকটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নোক্ত দরখাস্ত প্রেরণ করেন যথা,—

To

The District Majistrate, Bogra

সবিনয় নিবেদন এই যে, এতদঞ্চলে "হানাফী মোহাম্মদীর বিবাদমূলক বাহাছের কথা কয়েক মাস হইতে শুনা যাইতেছিল, অত্র ইউনিয়নের এলাকাধীন রুকিন্দিপুর প্রকাশ জামালগঞ্জ সাকিনের হাজী জহিরউদ্দিন সওদাগর ও তাঁহার মাদ্রাসার মৌলবী আজিজর রহমান প্রভৃতি কয়েকজন মোহাম্মদী পক্ষে এবং জয়পুরহাট থানার এলাকাধীন হানাইল গ্রামের মৌলবী আরেফউদ্দিন খাঁ ও তঞ্চ মাদ্রাসার মৌলবী আব্দুর রহমান প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি হানাফী পক্ষে নেতৃত্ব করিয়া বহুদিনের মনান্তরের প্রতিশোধ গ্রহনাত দল বাধিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। তবে এ বিষয়ে মৌঃ আরেফউদ্দিনি অগ্রণী।

বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত হইলাম হানিফী পক্ষের নেতারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করতঃ শান্তি রক্ষার কোন বন্দোবস্ত এবং বাহাছের সর্ত্তাবলীর কোন ব্যবস্থা না করিয়াই আগামী ২৭/২৮/২৯ বৈশাখ তারিখে বাহাছ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার ও নানারূপে নানাকথা মৌখিক ঘোষণা করিতেছেন। মোহাম্মদি পক্ষও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা যায়। উভয় পক্ষের ধুমায়মান বহ্নির ন্যায় যেরূপ মনান্তর আছে, তাহাতে ঐ দিনে বাহাছ উপলক্ষে যে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া খুন জখম হইবে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমতাবস্থায় ঐ স্থানে উপযুক্ত ভাবে শান্তি রক্ষার সুব্যবস্থায় অথবা উভয় পক্ষের জনতাকে পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা মঙ্গল জনক বলিয়া মনে হয়।

বিদায় প্রার্থনা দয়া পূর্ব্বক যথাকর্ত্তব্য আদেশ প্রকাশিতে আজ্ঞা হয় সবিনয়ে নিবেদন—

ইতি—

১। হানাফী পক্ষের প্রচারিত বিজ্ঞাপন ২খানি এতৎ সহ দাখিল করিলাম।

স্বাক্ষর—শেখ অছিরদ্দিন সরদার, ২-৫-২৫, প্রেসিডেন্ট।

এই দরখস্ত পেশ হইবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তলব করিয়া ইহার কৈয়ফিয়ত দিতে বলেন, তাহাতে মোহাম্মদিপক্ষ এই দরখাস্ত করেন যথা,—

জেলা বগুড়ার ফৌজদারী আদালত। দরখাস্ত শ্রীহাজি জহিরউদ্দিন ও শ্রী মৌলবী আজিজর রহমান সাকিন জামালগঞ্জ ষ্টেং আদমদিঘী, জেলা বগুড়া। নিবেদন এই যে, অত্র জেলাধীন জয়পুরহাট ষ্টেশনের এলাকায় হিচমী গ্রামে বর্ত্তমান সালের ২৭/২৮ ও ২৯ বৈশাখ তারিখে আমাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সভা করার দিন স্থির করিয়া আমরা সর্ব্বসাধারণে নোটীশ প্রচার করিয়াছি। কিন্তু গত ৪ঠা মে তারিখের লিখিত একখণ্ড নোটীশ আমাদিগের উপরে এই বলিয়া জারী হইয়াছে যে, হিচমী গ্রামে ২৭/২৮ ও ২৯ বৈশাখ যে সভা

হইবে তাহাতে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে সেই জন্য ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৪৪ ধারা মত উক্ত সভা বন্ধ হইবে না কেন তাহার কারণ দর্শান জন্য অদ্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। বিধায় আমরা নিম্নে কারণ দর্শাইয়া প্রার্থনা যে, হুজুর বাহাদুর উভয় পক্ষের নিকট অবস্থা শুনিয়া ধার্য্য তারিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে সভা হওয়ার জন্য বিহীত আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।৮।৫।২৫।

(১) আমরা মহাম্মদীয় মতাবলম্বী, আমাদিগের দ্বারায় কোন শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

(২) আমাদিগের সভায় কেবল ধর্ম্ম সম্পর্কে ওয়াজ হইবেক। তাহাতে কাহার কোন আপত্যের কারণ নাই। মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওয়াজ হইলে শান্তিভঙ্গ হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

(৩) যদি মোহাম্মদীয় ও হানিফী সম্প্রদায়ের সভা একস্থানে হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে উক্ত ২৭/২৮ ও ২৯ বৈশাখ তারিখে আমাদিগের মহাম্মদীয় সম্প্রদায়ের সভা কোওর গাঁও হইলে আমাদিগের কোন আপত্য নাই।

(৪) হানাফি সম্প্রদায়ের সভা হিচমীহাট গ্রামে না হইয়া হানাইল গ্রামে সভা হওয়ার সম্বন্ধে বিহিত আদেশ প্রদান করিলে আর শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কোন ভয় নাই।”

(৫) উক্ত তারিখে সভা করিবার জন্য আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের পক্ষে বহু টাকা খরচ হইয়াছে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অনেক ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এখন সভা বন্ধ হইলে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং ভদ্রলোকদিগের নিকট বিশেষ অপদস্ত হইবে।

৬। অতএব প্রার্থনা যে, হানাফি সম্প্রদায়ের সভা হানাইল গ্রামে এবং আমাদিগের মোহাম্মদীয় সম্প্রদায়ের সভা কোওরগাও হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

স্বাক্ষর- শ্রীহাজি জহির উদ্দিন সরদার, আজিজর রহমান, ।

তৎপরে দ্বিতীয় পক্ষ হানাফিগণ যে দরখাস্ত করেন তাহা এই,—

জেলা বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরর —

আদালত।

বাদী — বিবাদী

ভারতেশ্বর — জহিরদ্দিন সওদাগার দিং

১ম পক্ষ

মোহাম্মদ রহিমদ্দিন দিং

২য় পক্ষ

মোঃ ফাঃ ১৪৪ ধারা।

২য় পক্ষের প্রার্থনা—

নিবেদন এই যে, জয়পুরহাট পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত হিচমি হাটে মোহাম্মদী ও হানাফিতে আগামী ১৯২৫ সালের ১০—১২ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা হইবে, তাহা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে উল্লেখে তাহার কারণ দর্শান জন্য আমাদের নামে নোটীশ হইয়াছে। আমাদের কারণ নিম্নে নিবেদন করিলাম।

(১) আমাদের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইবার কোন আশঙ্কা নাই, ঐ স্থানে কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ভিন্ন অন্য কোন আলোচনা হইবে না।

(২) আমাদের ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দিন ঠিক করিয়া ঐ সভা হওয়ার জন্য রীতিমত ঢোল সহরত বিজ্ঞাপন আদি জারি হইয়াছে এবং ঐ দিন নানা স্থান হইতে বহু লোকের ও মৌলবী মাওলানাগণের সমাগম হইবে, তাহার আয়োজন জন্য উভয় পক্ষের অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। এখন ঐ সভা বন্ধ হইলে আমাদের উভয় পক্ষের বহু ক্ষতি হইবে।

(৩) যাহাতে ঐ স্থানে কোনরূপ হাঙ্গামা না হয়, তজ্জন্য মৌহাম্মদী পক্ষের হাজি জহিরদ্দিন, মৌঃ আবদুল গফুর, মৌঃ আজিজর রহমান, মোঃ

ইদ্রিস, জহর উল্লাহ মুনশী, মৌঃ ইজ্জত উল্লাহ, মোঃ ছলিমদ্দিন, মৌঃ আবদুচ্ছালাম, মুনশী আবদুল আজিজ সাহেবান মুচলিকা দেয়, তবে হানাফি পক্ষ হইতে আমরাও মুচলিকা দিতে সম্মত আছি।

(৪) যদি মোহাম্মদি সম্প্রদায় ঐ স্থানে আসিতে সম্মত না হয়, তাহাতেও আমরা সম্মত আছি। আমরা প্রতি বৎসরই হানাফি সম্প্রদায়ের ওয়াজ নছিহত জন্য ধর্ম্ম সভা করিয়া থাকি, এ বৎসরও তাহাই করিব। ঐরূপ সভা বন্ধ হইলে ধর্ম্মহানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখের কারণ হইবে।

ইতি— ৮।৫।২৫

স্বাক্ষর— মোহাম্মদ এছহাক, মোহাম্মদ রহিমদ্দিন, মোহাম্মদ আরেফ উদ্দিন।

প্রকাশ থাকে বাহাছ সংক্রান্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে যে সমস্ত হুকুম প্রভৃতি আসিয়াছে, তৎসমস্তরই নকল আমাদের নিকট আছে। ইহার পরই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নোটীশ দ্বারা ১৪৪ ধারা জারী করিয়া বাহাছ সভা বন্ধ করিয়া দেন। এই মর্ম্মে নোটীশ জারী হয় যে, ২৭/২৮/২৯ তারিখে হেচমি কিংবা কোন প্রকাশ্য স্থানে বাহাছ সভা হইতে পারিবে না, অবশ্য অন্যত্র সাধারণ ধর্ম্ম সভায় কোন আপত্তি নাই। আমরা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ও বিবেক সম্পন্ন পাঠক দিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা উক্ত দরখাস্তসমূহ ও ঘটনাবলী পাঠ করিয়া অবগত হউন যে, কাহারা কালে কৌশল বাহাছ সভা বন্ধ করাইল। সরলচেতা শান্তিকামী হানাফিগণ মোহাম্মদিদের বাক্যবান ও আস্ফালনে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্দ্দিষ্টদিনে বাহাছ করিতে প্রস্তুত হইয়া যোগাড় যন্ত্র করিয়া প্রস্তুত হইল কিম্বা কলহপ্রিয় মোহাম্মদীগণ প্রথমেই বাহাছের আগুন জালিয়া হানাফিদিগকে বাহাছে বাধ্য করিয়া যখন দেখিল 'সত্যসত্যই বাঘ আসিতেছে, তখন নানা উপায়ে বাহাছ বন্ধ করিয়া দিল। আরও গত মাঘ মাসে যখন ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা ও মাওলানা মোঃ রুহল আমিন সাহেব বগুড়ার নেঙ্গাপীর নামক স্থানে সাধারণ ধর্মসভা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন তখন মোহাম্মদীগণ ঢোল সহরত করিয়া প্রকাশ

করেন যে, আমাদের পক্ষীর আলেমগণ আসিয়াছেন অতএব এই সময়েই বাহাছ করা হউক কেন না হানাফিদের পীর ও মাওলানাগণ এদেশে আসিয়াছে। তখন হানাফি কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের নিকট বলে যে, উভয় পক্ষ হইতে ২৭/২৮/২৯শে বৈশাখ বাহাছ সভা স্থিরীকৃত আছে সুতারং আমরা এখন বাহাছ করিব না, নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহাছ হইবে। তখন পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ মোহাম্মদীদিগকে পুনরায় ঢোল সহরত দিয়া ২৭/২৮/২৯ শে নির্দ্ধারিত দিবসে বাহাছ হইবার সংবাদ প্রচার করিতে বাধ্য করেন। আরও মোহাম্মদিগণ এই বাহাছ হইবার কিছু দিন পূর্ব হাটে ঢোল সহরত করেন যে, হানাফিগণের পরাজয় হইয়াছে, তাহারা বাহাছ করিতে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এইরূপ নির্জনা মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য অবশ্য তাহারা স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া চম্পট দিয়াছিল। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী ২৬শে বৈশাখ তারিখে মজহাব বিদ্বেষিগণের সংহার বজ্র এমাম ও আল্লামায়ে বাঙ্গালা আলেম কুলভূষণ মাওলানা শাহ হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব এবং ছুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র, 'শরিয়তের' সুযোগ্য সম্পাদক হানাফি সমাজ-কুল রত্ন শামছোল মোহাদ্দেছীন জনাব মাওলানা শাহ হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব ১৪ মনের অধিক প্রয়োজনীয় কেতাব সহ, খুলনা নিবাসী তেজস্বী বক্তা ও আলেম ফখরোল মোহাদ্দেছীন জনাব মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী ওহাবী দর্প খর্ব্বকারী মাওলানা এসমাইল হোসেন তাতীবাগী, মাওলানা গুল মোহাম্মদ খোরাসানী, মাওলানা আবদুর রাজ্জাক বাঁকীপুরী এবং উদীয়মান বক্তা মৌলবী শেখ মোজাম্মেল হোসেন মৌঃ হাজী খয়রুল্লাহ হাজী ছুফী মহিউদ্দীন বসিরহাট, সাহেবগেণকে লইয়া জয়পুর হাট ষ্টেশনে অবতরণ করেন, তথা হইতে তাঁহাদিগকে মহাসমারোহের সহিত হানাইল মাদ্রাসায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহার পর শরিয়তের ম্যানেজার সমাজ গত-প্রাণ অক্লান্ত কর্ম্মী শেখ হবিবর রহমান সাহেব নিজের অসুস্থদেহ লইয়াও পাটনা হইতে মালেকুল ওলামা ফাজেলে বিহারী মাওলানা মোহাম্মদ জফর উদ্দিন সাহেবকে লইয়া হানাইলে উপস্থিত হন।

১৪৪ ধারা জারির জন্য বাহাছ সভা করা বেআইনী বিধায় উক্ত আলেমগণ বাধ্য হইয়া হানাইল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ২৭ শে বৈশাখ হইতে ওয়াজ নছিহত আরম্ভ করিয়া দেন। এদিকে মোহাম্মদী পক্ষের ছোট বড় বিশেষতঃ তাহাদের কর্ণধর মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ আবদুল্লাহেল বাকী, মৌলবী আবদুন্নুর, মৌঃ আবদুল গফুর প্রভৃতিগণ নিজেদের দলের বাসস্থানে বেনিয়া পাড়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, যখন মোহাম্মদিগণ সত্য, সত্যই হানাফিদের বিপুল আয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য সাধন হেতু পার্ব্বতীপুর, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ শান্তাহার প্রভৃতি স্থানে নিজেদের লোক পাঠাইয়া দেন। বহু আগন্তুক শ্রেতৃবর্গের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিতে পাওয়া গেল যে ঐ সমস্ত স্থানে মোহাম্মদিদের লোকেরা সকলকে এই কথা বলিতেছে যে, আপনারা কোথায় যাইতেছেন বাহাছ করিতে অসমর্থ হইয়া হানাফিরা পলায়ন করিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলিতেছে যে, হানাফিরা বাহাছ নামে ভীত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া বাহাছ বন্ধ করাইয়াছে। পাঠক, মোহাম্মদী দল কিরূপ সত্যবাদী বুঝুন।

যাহা হউক, প্রকাশ্য সভায় হানাফিরা যখন প্রকাশ করিয়া দেন যে, হানাফিরা স্বেচ্ছায় বাহাছে অগ্রসর হন নাই বরং মোহাম্মদিদের লম্পঝম্পের জন্য বাধ্য হইয়া বাহাছ করিতে প্রস্তুত হইয়া আলেমবৃন্দ ও কেতাবরাশি আনা হইয়াছে, কিন্তু মোহাম্মদিরা ছলে বলে ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা বাহাছ বন্ধ করাইয়াছে। আমরা এই বাহাছ বন্ধ করাই নাই, আমরা সদা সর্ব্বদা সত্য মত প্রকাশের জন্য দলীল প্রমাণ দ্বারা বাহাছ করিতে রাজী আছি। শ্রোতৃ বর্গ ইহাতে বাহাছ শুনিবার জন্য খুব জেদ করিতে লাগিলেন, তখন মোহাম্মদী পক্ষের কয়েক জন এই কথাবার্ত্তা ঠিক করিলেন যে, উভয় পক্ষ বগুড়ায় যাইয়া পুনরায় বাহাছ সভার আদেশ লইয়া আসুক। তদুনুসারে হানাফি পক্ষের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক বগুড়ায় গমন করেন, মোহাম্মদীদের

নেতারা কিন্তু বগুড়ায় যাইয়া কত কি গুপ্ত পরমার্শ করিয়া অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অর্ডার না লইয়া, নিজেরা আর, ইউ, আহমদ নামক জনৈক লোককে শালিস করিবার বন্দোবস্ত করেন, হানাফিগণ বলিলেন, তাহাকে শালিস করা না করা সম্বন্ধে আমাদের আলেমগণ বলিতে পারেন, আমরা এখানে কোন কথাই বলিতে পারিব না। পরে মোহাম্মদিগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম না লইয়াই উক্ত লোকটিকে সালিস (?) করিয়া আনিয়া নিজেদের আড্ডার স্থান দান করিলেন। হানাফিগণ উহাদের চক্র দেখিয়া শেষে কোর্ট হইতে যাবতীয় নকল লইয়া আসেন, সেই সমস্ত নকলের কয়েকখানা দেখান হইল অন্যগুলি আমাদের নিকট আছে। কিছুতেই যখন মোহাম্মদীরা বাহাছের অনুমতি আনিলেন না, তখন মাওলানা সাহেব ওয়াজের মধ্যে মজহাবের দলীল, এজমা, কেয়াস মান্য করিবার দলীল, তকলীদ করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ও তাহার দলীল প্রভৃতি শুনাইয়া দেন।

ইহার পরই মোহাম্মদী মৌঃ ছয়ফুল এস্‌লাম আন্দাজে ঢিল মারার ন্যায় একখানি পত্রভুল ভ্রান্তিপূর্ণ আরবীতে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে তিনি মাওলানা সাহেবের নিকট মজহাব মান্য করিবার দলীল দিবার কথা লিখিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে হানাফি পক্ষ হইতে জনাব মাওলানা মোহাঃ রুহল আমিন সাহেব আরবীতে লিখিয়াছিলেন যে, আপনাদের নিকট আমি যে, শর্ত্তনামা প্রেরণ করিয়া ছিলাম, তাহাতে দস্তখত করা হয় নাই কেন? আপনাদের মৌঃ আজিজর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন যে চারি মজহাব মান্য করা শেরক হয়, আপনি ইহার দলীল পেশ করিবেন, নতুবা স্বীকার করুন যে, ঐ কথা ভুল অর্থাৎ চারি মজহাব মান্যকারী মোসরেক নহে, আপনারা উহার দলীল পেশ করিয়া পরে যত ইচ্ছা ছওয়াল আমাদের নিকট করিতে পারেন। আমরা যে শর্ত্তনামা পাঠাইয়াছিলাম পুনঃ অবগতির জন্য এতৎসহ আর একখানা পাঠাইলাম। ইহার উত্তরে উক্ত মৌঃ ছয়ফুল ইস্‌লাম সাহেব নানাবিধ গালিগালাজ সহ ইহা লিখিয়া পাঠান যে, মৌঃ আজিজর রহমান কি লিখিয়াছে,

না লিখিয়াছে তাহা আমরা জানি না এবং তাহা লইয়া আমাদের কোন কথা নাই। মজহাব লইয়া ঝগড়া, আপনি যে শর্ত্তনামা দিয়াছেন।

আমরা তাহা দেখি নাই ও দেখিবার দরকার নাই।"

হানাফি মাওলানা সাহেব বলিতে লাগিলেন, যাহারা শর্ত্তনামা দেখি নাই বলিয়া সরিয়া দাড়াইতেছেন, তাহাদের সহিত পত্র আদান প্রদান করা বৃথা, কাজেই তিনি এই পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে কিছু বিলম্ব করেন। ইহাতে বিপক্ষগণ রটাইতে লাগিলেন যে, হানাফিরা হারিয়া গিয়াছে, তৎপরে মোহাম্মদী পক্ষ হইতে তিনখানাপত্র হানাফিদের নিকট প্রেরিত হয়।

১ম,যথা—মৌলবি ছয়ফুল ইস্‌লাম কর্ত্তৃক লিখিত, ইহাতে তিনি নানারূপ গালিগালাজ সহ প্রথম পত্রের মর্ম্ম পুনরুল্লেখ করেন।

২য় খানা তাঁহারই প্রেরিত, ইহাতে তিনি দর্প সহকারে দাবি করেন যে, হানাফিদিগের আরবি পত্রের ৭ স্থলে ভাষার ভুল হইয়াছে।

৩য় খানা মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত, ইহাতে তিনি নানারূপ অকথ্য ভাষায় আক্রমণ পূর্ব্বক মজহাব মান্য করার দলীল চাহিয়াছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত তিন খানা পত্রের উত্তর মজহাববিদ্বেষী মৌলবীদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন।

১ম পত্রে তিনি মৌলবী ছয়ফুল ইস্‌লামকে লিখিয়া পাঠান,—

আমি, ২য় নং শর্ত্তনামা পত্র সহ একসঙ্গে গাথিয়া পাঠাইয়াছি, আর আপনারা দেখিয়াও দেখিলেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় বার শর্ত্তনামা পাঠাইতেছি, যদি বাহাছের শক্তি থাকে, তবে উত্তর লিখিয়া পাঠান।

আপনি ও মৌলবী আজিজর রহমান সাহেব এক মতাবলম্বী কাজেই তাহার দাবী ও আপনার দাবী এক, যদি ইহা সত্য হয়, তবে মজহাব মান্য করা শেরক হওয়ার দলীল পেশ করুন, তৎপরে অন্য প্রশ্ন করুন আমরা উহার

উত্তর দিতে বাধ্য। যদি মৌঃ আজিজর রহমান সাহেব ভুল লিখিয়া থাকেন, তবে ভুল স্বীকার করুন, পরে যত ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করুন আমরা তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব উক্ত মৌঃ ছয়ফুল ইসলামের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে সপ্রমাণ করিয়া দেখান যে, তিনি যে পত্রের সাত স্থানে ভুল দাবি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আরবী সাহিত্যের অল্পাধিকার থাকার পরিচায়ক। উহার কোন স্থানে ভুল হয় নাই। তৎপরে মৌলবী ছয়ফুল ইস্‌লামের পত্রের ১২টি ভুল ধরিয়া লিখিয়া পাঠান।

অতঃপর মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব মৌলবি আবদুল গফুর সাহেবকে পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, আপনি এজহারোল হক কেতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় হানাফি দিগকে মোশরেক বলিয়া লিখিয়াছেন, যদি শক্তি থাকে, তবে ইহার দলীল পেশ করুন, নচেৎ আপনাদের পরাজয় সাব্যস্ত হইবে। ২৪/২৫ ঘণ্টার মধ্যেও মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ হানাফি মাওলানার পত্রের উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। সুতরাং লিখিত বাহাছেও মোহাম্মদিদের পরাজয় সাব্যস্ত হইল।

মিথ্যাবলম্বী মজহাব বিদ্বেষী দল এদিকে রটাইতেছে যে, হানাফি আলেমগণ শুদ্ধ করিয়া আরবী লিখিতে পারে নাই।' আমরা অবগত আছি যে, সেই সমস্ত পত্রাদি এখন ও মৌজুদ আছে অথএব উভয় পক্ষীয় পত্রগুলি কোন আরবী অভিজ্ঞ বিচক্ষণ নিরপেক্ষ আলেম সাহেবের নিকট প্রেরণ করা হউক, দেখা যাক তিনি কাহাদের ভুল দর্শাইয়া দেন। এদিকে কিন্তু মোহাম্মদী জামায়াতের বহু লোক হানাফি আলেমদের কোরাণ হাদিছ সম্বলিত ওয়াজ নছিয়ত শুনিয়া তাহাদের মৌলবিগণকে যাইয়া বাহাছ করিবার জন্য পিড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিন সকালে বিপক্ষদের কয়েক জন নেতা আসিয়া মাওলানা সাহেবকে বলিলেন যে, বাহাছ না করিলে আমাদের মৌলবিগণকে আমরা ছাড়িব না অতএব ২৭/২৮/২৯ এই তারিখের জন্য ১৪৪ ধারা ছিল,

অতপর ৩০শে তারিখে বাহাছ করা হউক। আমাদের মৌলবীরা বলিতেছেন অল্প সংখ্যক লোক লইয়া আর, ইউ আহমদকে সালিস করিয়া আগামী কল্য বাহাছ করা হউক। তখন মাওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, খুব ভাল কথা, আমরা কল্যই বাহাছ করিতে রাজী আছি, অল্প সংখ্যক লোক লইয়া বাহাছের কি প্রয়োজন, এই সহস্র সহস্র শ্রোতা কে কোথায় পাঠান যাইবে? যদি বেশী লোক হইলে শান্তি ভঙ্গের সন্দেহ হয়, তবে আমরা আমাদের পক্ষের লোক জনের জন্য জামিন মোচলেকা দিতে প্রস্তুত আছি, আপনারা আপনাদের লোকের জন্য জামিন দিবেন, আরও আর, ইউ, আহমদ সাহেব কি আরবী পারশী ভালরূপে অবগত আছেন? এখানে কোরাণ, হাদিছ, তফসীর, ওছুল প্রভৃতি আরবী ভাষার কেতাব লইয়া আলোচনা হইবে, কাজেই এই সভার এইরূপ একজন নিরপেক্ষ লোক শালিস হইতে পারেন, যিনি ধর্ম্ম ও আরবী ভাষা সম্বন্ধ পূর্ণ জ্ঞানী, আরবী পড়িতে বুঝিতে পারেন, অন্যথা সেই ব্যক্তি সালিস হইবার অযোগ্য। উক্ত ব্যক্তি যদি উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত হন্ তবে সালিসের কথা হইতে পারে। মোহাম্মদী লোকটি বলিলেন যে, তিনি ইংরাজী ও বাংলা কিছু জানেন তবে আরবী নহে। তখন মাওলানা সাহেব বলিলেন, তবে ঐরূপ লোক সালিস হইবার যোগ্য নহে। সালিস না হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা শ্রোতৃগণ সৎঅসৎ হক না হক বুঝিয়া লইতে পারিবে। মোহাম্মদী পক্ষীয় লোকেরা বলিলেন, এসম্বন্ধে আমরা মৌলবী সাহেবদয়ের সহিত আলোচনা করিয়া পাকা খবর বৈকালে আনিব তৎপরে বাহাছ সম্বন্ধে কথা হইবে। বৈকাল গেল রাত হইল তথাপিও মোহাম্মদীদের আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এ দিকে শ্রোতৃগণের একান্ত অনুরোধে সমস্ত কেতাবগুলি সভায় ৪খানি তক্তপোষের উপর সজ্জিত করা হইল এবং জনাব মাওলানা হাজী মোঃ রুহুল আমিন সাহেব ওয়াজ আরম্ভ করিলেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হানাফি আকাশের উদীয়মান গৌরবরত্ন মাওলানা হাজী আহমদ আলি এনায়েতপুরী সাহেব প্রয়োজন মত সেই মুহূর্ত্তে সেই কেতাব

খুলিয়া মাওলানা সাহেবের নিকট ধরিতে লাগিলেন। জনাব মাওলানা সাহেব এজমা, কোরান, মজহাব, তকলীদ প্রভৃতির ভুরি ভুরি প্রমাণ কোরান, হাদিছ, তফছির প্রভৃতি কেতাব হইতে পাঠ করিয়া তাহার অর্থ শুনাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি তকলিদ ও কেয়াস করার আবশ্যকীয়তা এত সুন্দর ভাবে দেখাইয়া ছিলেন যে, তাহা বর্ণনা করা সহজ কথা নয়। তকলিদ ও কেয়াসের উপর হাদিস গ্রন্থগুলি ভাসমান রহিয়াছে, তকলিদ ও কেয়াস ভিন্ন কাহারও এক পা চলা অসম্ভব হইয়া যায়। তকলিদ ও কেয়াস ছাড়া দ্বীন এছলামের কার্য্য আদৌ করা যায় না। যে সমস্ত মোহাম্মদী মৌলবী কেয়াছ কারীকে ইবলিছের সঙ্গী বলিয়াছেন তাহারাই আবার কিরূপে কেয়াছ করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ের বহু প্রমাণ হজরত এমাম আজম (আবু হানিফা)সাহেবের গুণাবলী এবং মোহাম্মদী মৌলবিগণ তাহাদের কতক কেতাব এজমা, কেয়াস মান্য করিতে হইবে লিখিয়াছেন ইত্যাদি কেতাব দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রায় চারি ঘণ্টা কাল সময় অতিবাহিত হয়। আরও তিনি কেতাব সমুহ খুলিয়া তাহার নাম ও পৃষ্ঠা বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিলেন যে, মজহাব মান্যকারীগণকে মোহাম্মদীরা কিরূপ নৃশংস ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে কাফের মোশরেক বলিয়াছেন। রাত ১০টা পর্য্যন্ত ও যখন মোহাম্মদীদের আর কোন খবর পাওয়া গেল না। তখন মাওলানা মোহাম্মদ জফরদ্দিন সাহেব, ওয়াজ শুরু করিলেন, তিনি বলিলেন, মোহাম্মদীগণ যখন আমাদিগকে কাগজে কলমে মুখে বহু স্থানে কাফের মোশরেক বলিয়াছেন, তবে আমরা তাহাদের নিকট মোশরেক প্রতিপন্ন হওয়া স্বত্ত্বেও কিরূপে, তাহাদের সহিত বিবাহ শাদী কুটুম্বিতা করিতে পারি। কোরাণ শরীফে খোদাতায়ালা মোশরেকদের সহিত বিবাহ শাদী করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অতএব মোহাম্মদীগণ তাহাদের দাবী অনুসারে কিরূপ খোদার হুকুম পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত শাদী বিবাহ করিতে পারেন। আমরা নিশ্চয় মোশরেক নহি বরং ঈমানদার মোছলমান। হাদিছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোন মোছলমানকে কাফের বলিবে, সে নিজে

কাফের হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা মোছলমান আমাদিগকে কাফের বলিয়া উহারা কাফের হইলে উহাদের সহিত বিবাহ শাদী করা ও বোট দেওয়া লওয়া করা যাইতে পারে না। সভাস্থ সকলেই আল্লাহো আকবরের সহিত হাত উঠাইয়া একরার করেন যে, আর আমরা মোহাম্মদীদের সহিত বিবাহ শাদী ও সমাজ করিব না।

তৎপরে মাওলানা সাহেব ফতহোল মবিন নামক কেতাব খুলিয়া শুনিয়া দিলেন যে, তাহাতে মদিনা এবং ভারতের নানা স্থানের কয়েক শত আলেম স্ব স্ব দস্তখত ও মোহর সহ ফতোয়া দিয়েছেন যে, গায়ের মোকাল্লেদ মোহাম্মদীগণ, মোকাল্লেদ ও চারী মজহাবাবলম্বীগণকে কাফের মোশরেক বলিতেছে সুতরাং তাহাদের সহিত সমাজ করা, শাদী বিবাহ দেওয়া জায়েজ হইবে না। প্রকাশ থাকে, এই দিন মগরেব বাদে উক্ত মাওলানা সাহেবের নিকট দশজন মোহম্মদী তওবা করিয়া হানাফি মজহাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পরাজয় ধ্বনিত সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

পর দিন আমাদের মাওলানা সাহেবগণ যখন কলিকাতায় রওয়ানা হইবার বন্দবস্ত করিতে ছিলেন, তখন মোহাম্মদী পক্ষীয় ২/৩ জন নেতৃ স্থানীয় লোক আসিয়া মাওলানা সাহেবকে বলিলেন যে, বাহাছ না করা পর্য্যন্ত আমরা আমাদের মৌলবীদিগকে ছাড়িব না অতএব আপনারা একটু অপেক্ষা করিয়া যান, আমরাই মৌলবীদিগকে হাজের করিয়া দিব। মাওলানা সাহেব বলিলেন, বহুত আচ্ছা! আপনারা আপনাদের মৌলবী সাহেবদিগকে পর্দ্দার বাহির করুন, আমরা অদ্য কলিকাতায় যাইব না, আপনারা এই (২য় নম্বর) শর্ত্ত নামায় দস্তখত করাইয়া আসুন, তৎপরে বিনা বাক্য ব্যয়ে আমরা আপনাদের শর্ত্ত নামায় দস্তখত করিয়া দিব এবং বাহাছ শুরু হইবে। তাহারা বলিল, আমরা অদ্য বেলা ৪টার মধ্যে ইহার জওয়াব দিব। মাওলানা সাহেব বলিলেন, আপনাদের কথা বিশ্বাস করা কঠিন, এই কয়েক দিন আপনারা যে সমস্ত ছল চাতুরী করিলেন, তাহাতে আমরা অবাক হইয়াছি। যাহা হ'ক তাঁহারা চলিয়া

গেলেন। ইতিমধ্যে মোহাম্মদীরা হাতে লিখিয়া একখানা বিজ্ঞাপন তাহাদের আঞ্জুমানের নাম দিয়া যেখানে সেখানে লট্‌কাইয়া দেন যে, হানাফিরা বাহাছে অসমর্থ হইয়াছে, অদ্য ৭।।০ টার সময় বাহাছ হইবার কথা ছিল, কিন্তু হানাফিরা আসিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। ধন্য এদের মিথ্যা বলার শক্তিতে।

প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় সেই লোকগুলি আসিল এবং শর্ত্তনামা খানি দিলেন, তাহাতে দেখা গেল যে, মৌঃ আবদুল গফুরের নাম লেখা আছে, ইহা দেখিয়া মাওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদের শর্ত্তনামায় দস্তখত করিয়া দিলেন। তৎপরে কথা হইল যে, কোথায় কোন সময় বাহাছ হইবে ? তাহারা বলিল, কল্য সকাল ৭টার সময় বাহাছ আরম্ভ হইবে। বাকী থাকিল স্থান নির্ণয় করা, বিপক্ষদের লোকেরা বলিলেন, এসম্বন্ধে রাত্রে স্থির করা হইবে। রাত চলিয়া গেল, পর দিন সকালও তাহাদের দর্শন পাওয়া গেল না। পর দিন ৩১ শে বৈশাখ সকালে থানা হইতে পুলিশের ২জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, জয়পুর হাট ভিন্ন অন্ন কোথাও বাহাছ করিবার অনুমতি পুলিশ দিবেন না, জয়পুর হাট প্রকাশ্য স্থান, অতএব ঐ খানে ডিমলা কাছারী প্রাঙ্গনে অদ্য বেলা ১১টার পর হইতে বাহাছ করিতে পারেন। যদি বাহাছ করিতে ইচ্ছা করেন তবে ছয় জনকে ৬০০০ টাকার জামিন দিতে হইবে। এতৎশ্রবণে হানাফি পক্ষীয় ছয় জন লোক জামিন মোচলেকার কাগজে সহি করিয়া দিলেন। তৎপরে পুলিশের লোক মোহাম্মদীদের নিকট হইতে জামিন লইতে ও বাহাছের ঐ সংবাদ দিতে গমন করেন। বেলা ১২টার পর হানাফি পক্ষীয় আলেমগণ কেতাব পত্র সহ মহা সমারোহের সহিত জয়পুরহাট ডিমলা কাছারী প্রাঙ্গনে যাইয়া সভায় বসিলেন। পুলিশের লোক সংবাদ ঘোষণা করিলেন যে, যদি অদ্য পাঁচ টার মধ্যে বাহাছ কিংবা উভয় পক্ষ মোকাবেলা না হয়, তবে আর বাহাছ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং যে পক্ষ হাজির হইবে না তাহাদের পরাজয় হইবে। এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইলে, মোহাম্মদী পক্ষ একবার থানায় একবার তাদের মৌলবীগণের খেদমতে

আনাগোনা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তাহাদের মৌলবিগণ জয়পুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বাহাছ সভাতে নহে,—সভার একটু দূরে, কাহারও দোকান ঘরে। এ দিকে ডিমলা কাছারী প্রাঙ্গনে সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দ আসিয়া জামায়েৎ হইল, তখন সুবক্তা মাওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব কোরাণ হাদিছ অবলম্বনে একতা, ভ্রাতৃত্ব সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী সুমধুর ওয়াজ করেন, পরে মাওলানা তাতী বাগী সাহেব ওয়াজ করেন। পাঁচটা বাজিয়া গেল কিন্তু মোহাম্মদীদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না বা তাহারা বাহাছ সভায়ও আসিল না, ইহার পূর্ব্বে স্থানীয় কয়েক জন উচ্চপদস্ত হিন্দু ভদ্র লোক মারফতে তাহাদিগকে অভয় দিয়া বাহাছে আসিতে অনুরোধ করা হয়, তথাপিও কিন্তু তাহারা আসিলেন না, তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে হিন্দু মোসলমান আর কাহারও বাকী রহিল না। সাড়ে পাঁচটার পর পুলিশ সংবাদ দিল যে, টেলিগ্রাম যোগে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে বাহাছ বন্ধের আদেশ আনান হইয়াছে, অতএব আর বাহাছ সভা হইতে পারিবে না। ইহার পর মাওলানা মোহাঃ রুহল আমিন সাহেব কেতাব খুলিয়া পড়িয়া মজহাব এজমা কেয়াস, তকলিদ প্রভৃতি র দলীল সকল শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মগরেব হইল। বিরাট জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় হইল, নামাজ বাদেও প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত সভাক্ষেত্রে কেতাব পত্র সহ আলেমগণ ও অধিকাংশ দর্শকগণ ছিলেন, কিন্তু তথাপিও মোহাম্মদীদের আর কোন লোকের সাড়া পাওয়া গেল না। ইহার পর হানাফিদের জয়ধ্বনির সহিত সভা শেষ হইল। জয়পুরের সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক জয় হানাফিদের জয়রব উচ্চারিত হইতে লাগিল। ইহার ৪/৫ ঘণ্টা পরে হানাফি আলেমগণ মহা সমারোহের সহিত বিজয়মাল্যে ভুষিত হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পর দিন হইতে ক্রমাগত মোহাম্মদীগণ তওবা করিয়া হানাফি মজহাব গ্রহণ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত বহু মোহাম্মদী তওবা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, পরে তাহাদের নাম ধাম জানাইবে।

সত্যের জয় চিরকাল।

২নং শর্ত্তনামা—

(১) হানিফিগণ বলেন, শরিয়তের চারিটি দলিল কোরাণ, হাদিস, এজমা ও সহিহ কেয়াস। মোহাম্মদিগণ কেবল কোরআন ও হাদিসকে শরিয়তের দলিল বলিয়া স্বীকার করেন, এনিমিত্ত সহিহ কেয়াসকে অগ্রাহ্য করেন। এখন তাঁহারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কোর-আন ও হাদিস হইতে প্রমাণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। (২) এমাম বোখারি মোসলেম, আবু দাউদ নাসায়ী ও তেরমজি প্রভৃতি হাদিসতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ হাদিসের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে যে কয়েক প্রকার কাল্পনিক শর্ত্ত স্থির করতঃ হাদিস বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্তের প্রমাণ কোরাণ ও হাদিসে আছে কি না? যদি থাকে তবে মোহাম্মদিগণ উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন, আর যদি না থাকে তবে মোহাম্মদিগণ এইরূপ কাল্পনিক কথার তকলিদ করিয়া কিরূপে মোহাম্মদী বা শরিয়তধারী হইলেন? উপরোক্ত হাদিতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের মধ্যে কেহ এক হাদিসকে সহিহ্ অপরে উহা হাছান, অন্যে উহা জইফ বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন এক রাবিকে যোগ্য, অপরে তাঁহাকে অযোগ্য, অন্যে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন এক হাদিসকে মনসুখ, উপরে উহাকে গরমনসুখ বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন একটী বিষয়কে ফরজ, অপরে উহাকে নফল, একজন একটি বিষয়কে হালাল, অপরে উহাকে হারাম বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের সমস্তই কি সত্য বা গ্রহণীয় হইবে? যদি সমস্তই সত্য বা গ্রহণীয় হয়, তবে ইহার প্রমাণ মোহাম্মদিগণ কোরান ও হাদিস হইতে দেখাইতে বাধ্য হইবেন। আর যদি কতকগুলি সত্য ও অবশিষ্টগুলি বাতিল হয়, তবে সেহাহ সেত্তা প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থের কোন কোন অংশ বাতিল, ইহা তাহারা চিহ্নিত ভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। উক্ত হাদিস তত্ত্ববিদগণ হাদিস বিচার করিতে গিয়া হাদিসকে সহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মকতু ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে

পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এমত প্রকার হাদিস বিচার যদি কোরাণ ও হাদিসে থাকে, তবে প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করুন, আর যদি না থাকে, তবে এরূপ কল্পিত বিচার সকলকে মান্য করিতে হইবে, ইহা কোরাণ ও হাদিসে কোথায় আছে? বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ তাঁহাদের তকলিদ ত্যাগ করতঃ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের বিপরীতে হাদিসকে সহিহ্, জঈফ বলিয়া দাবি করে, তবে সে ব্যক্তি কোরান হাদিস অনুযায়ী দোষী হইবে কিনা ? যদি না হয়, তবে প্রাচীন হাদিস গ্রন্থগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে ? আর যদি দোষী হয় তবে তাহারা কোরান ও হাদিস হইতে ইহার প্রমাণ দেখাইলেন। ছয় খণ্ড হাদিছ গ্রন্থকে সহিহ্ কেতাব বা সেহাহ্ বলিতে হইবে। উক্ত ছয় খণ্ড কেতাবের হাদিস থাকিতে অন্য হাদিস গ্রন্থের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারি খণ্ড কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, সহিহ বোখারির হাদিস থাকিতে সহিহ মোসলেমের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, হাদিস কয় প্রকার উহাদের প্রত্যেকের ব্যাখা কি ? কোন কোন প্রকার গ্রাহ্য হইবে? এই সমস্ত কথা প্রতিপক্ষগণ কোরান ও হাদিস হইতে দেখাইবেন। মৌঃ আব্বাছ আলি সাহেব মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেব ও মৌঃ বাবর আলি সাহেব প্রভৃতি মোহাম্মদিগণ যে যে, কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে অকাট্য সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কোরাণ ও হাদিসে কোথায় আছে? সাধারণ মোহাম্মদিগণকে তাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করা ফরজ না হারাম? যদি ফরজ হয়, তবে কোন্ আয়তে ও হাদিসে ইহার প্রমাণ আছে? তাঁহারা আলেম কিনা, কিরূপে জানা যাইবে ? যদি তাঁহারা আলেম হইবার দাবি করেন, তবে তাঁহারা কোরাণ ও হাদিস হইতে প্রমাণ করিবেন। মাসায়েলে জরুরিয়া ও আহলে হাদিস পত্রিকায় লিখিত বিষয়গুলি সত্য বা বাতিল? যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ ও রসুল উহার সত্য হওয়ার কতা কোথায় বলিয়াছেন ? আরবি অক্ষরগুলির নাম, উচ্চারণ-প্রণালী, আরবি ব্যাকারণ ও রাবিদের অবস্থা তাঁহারা কোরাণ ও হাদিস হইতে দেখাইবেন। ধান্য, পাটের সুদ হালাল কি হারাম ?

হিজড়ার কাফনের ব্যবস্থা কি ? কুকুর, বানর ও ভল্লুকের মল-মূত্র পাক কিনা? তাঁহারা কোরান ও হাদিস হইতে দেখাইবেন। মোহাম্মদীগণ বলেন, চারি মজহাব বেদয়াত জালালা মজহাব মান্য করিলে, ফরুরত মসলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলে, কেয়াস মান্য করিলে, কাফের, মোশরেক ও ইবলিছের সঙ্গী হইতে হয় ইহা তাহারা কোরান ও সহিহ হাদিস প্রমাণ করিবেন। হানাফিগণ বর্ত্তমান যুগের লোকের পথে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহা কোরান ও হাদিস হইতে শরিয়তের যে কয়েকটি দলিল প্রমাণিত হয়, তদ্দ্বারা উপরোক্ত প্রস্তাব সপ্রমাণ করিবেন। (৪) বাহাস কালে যে কোন প্রকারের কথা উপস্থিত হয়, মোহাম্মদিগণ কেবল কোরান ও হাদিস হইতে ও হানাফিগণ শরিয়তের প্রমাণিত সমস্ত দলিল হইতে তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন। (৫) বাহাসের শালিস গভর্ণমেন্টের কোন মাদ্রাসার আলেমগণ হইবেন। (৬) মোহাম্মদিগণ যখন প্রথমেই বাহাছের আলোচনা করিতেছেন, তখন তাঁহারাই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে বাহাছের অনুমতি বাহির করিবেন। (৭) বাহাছের দিন উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির করা হইবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে সকল দেশের মোসলমানগমের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা আপন আপন পীর, আলেমগণকে পরস্পর মোসলমান করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। যদি কোন পক্ষের আলেমগণ এই মর্ম্মে মোকাবেলা করিতে বাধ্য না হন, তবে সর্ব্ব সাধারণে বুঝিবে যে, উক্ত পক্ষের দাবি মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। বাহাছকারিদিগকে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দস্তখত করিয়া বাহাস আরম্ভ করিতে হইবে ।

মোহাম্মদী পক্ষের স্বাক্ষর— হানাফি পক্ষের স্বাক্ষর—